পার্টিশন ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গবেষণা প্রকল্পটির দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সেমিনার ও কর্মশালার কাজ শেষ হয়েছে। এই কর্মশালাটি নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ পরিকল্পনায় গৃহীত একটি গবেষণা প্রকল্পের অংশ। এই বিষয়ে গত ২০শে সেপ্টেম্বর ২০১৭ একটি মৌ(MoU) স্বাক্ষরিত হয়েছিল। প্রকল্পের বিস্তারিত পাওয়া যাবে " সেন্টার ফর ল্যাঙ্গুয়েজ, ট্রান্সলেশন এন্ড কালচারাল স্টাডিজ" এর ওয়েবসাইটে www.cltcsnsou.in ।

এই পর্যায়ে "লোকেটিং পোস্ট-পার্টিশন অ্যামনেসিয়া ইন মেমোরি এন্ড লিটারেচারঃ অ্যান ইন্দো-বাংলাদেশ পারস্পেক্টিভ" এর আওতায় 'রিক্যাপচারিং পার্টিশন' ছিল এই কর্মশালার মূল বিষয়। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি ডিসিপ্লিন প্রধান প্রফেসর ডঃ সাবিহা হকের সভাপতিত্বে কর্মশালার উদ্বোধনী পর্বে যৌথ প্রকল্পের সামগ্রিক দিক তুলে ধরেন নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মানবিকবিদ্যা অনুষদের অধিকর্তা ও প্রকল্প সমন্বয়কারী অধ্যাপক ডঃ মননকুমার মণ্ডল। আলোচনায় অংশ নেন একই বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী প্রফেসর শ্রীদীপ মুখার্জী। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইংরেজি ডিসিপ্লিনের সিনিয়র প্রফেসর ডঃ আহমেদ আহসানুজ্জামান। কর্মশালার দ্বিতীয় পর্বে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণা করেন করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, একাত্তরে গৃহত্যাগী ,শরণার্থী ও স্বাধীন বেতার কেন্দ্রের শিল্পী , বিশিষ্ট লেখিকা দীপা বন্দ্যোপাধ্যায়। দীপা বন্দ্যোপাধ্যায় মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে তার বয়ান উপস্থাপন করেন, যার মধ্যে ছিল জন্মভুমির ভিটেবাড়ি ত্যাগ থেকে শুরু করে শরণার্থী জীবনের উপাখ্যানের বর্ণনা। তৃতীয় পর্বে পার্টিশন সাহিত্যের পরিসর ও সাম্প্রতিক ভাবনা শীর্ষক বিষয়ে মূলবক্তব্য উপস্থাপন করেন নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মানবিকবিদ্যা অনুষদের অধিকর্তা প্রফেসর মননকুমার মণ্ডল। তিনি বলেন,স্মৃতি-গবেষণার বিভিন্ন স্তর এবং কীভাবে স্মৃতি পরবর্তীকালে পুনর্গঠিত হয়। পার্টিশন স্মৃতি ও তার বয়ানে এই পুনর্গঠিত স্মৃতির ভূমিকা কতদূর কার্যকরী হতে পারে। সাহিত্যিক বয়ানেই বা পার্টিশন স্মৃতি কীভাবে আসে এবং রূপান্তরিত হয়। গোটাবিশ্বে ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, সংস্কৃতি, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ভৌগোলিক দিকসহ সার্বিকভাবে ভারতবর্ষের মত বৈচিত্র্যময়তা অন্য কোথাও নেই। কিন্তু আমাদের এই বৈচিত্র্যময় আখ্যানকে নিয়ে সম্প্রতি বিশ্বের বিভিন্ন স্থানের কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় একরৈখিক ভাবনা শুরু করেছে। তাদের সে ভাবনা সঠিক নয়। কারণ পাঞ্জাব ভাগ হওয়া আর বাংলা ভাগ হওয়া এক নয়। সাতচল্লিশ থেকে একাত্তর বাঙালির এক অভিযাত্রা। তিনি বলেন পার্টিশনের ফলেই নানান স্মৃতি, অভিজ্ঞতা স্তরে স্তরে সঞ্চিত হয়ে আছে বাঙালির মননে। যা অনেকক্ষেত্রেই লিখিতরূপে পাওয়া যায় না। সেই স্মৃতি বা অভিজ্ঞতা বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যাওয়ার আগে তার সংরক্ষণে নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের এগিয়ে আসার জন্যে আহ্বান বার্তা দেন তিনি ।

উক্ত কর্মশালায় খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি ডিসিপ্লিনের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। উপস্থিত উত্তরপ্রজন্মের শিক্ষার্থীরা যারা কেউ মুক্তিযুদ্ধ দেখেনি, যারা দেশবিভাগের কথা শুনলেও সেই প্রেক্ষাপট নিয়ে তেমন কোন ধারণা ছিল না – এমন কয়েকশত ইংরেজি সাহিত্যের শিক্ষার্থীদের কাছে আলোচকবৃন্দ তুলে ধরেন বঙ্গভঙ্গ থেকে ১৯৪৭, এরপর ১৯৭১, অতঃপর ১৯৭৫ এর ১৫ই আগস্টের পর ইতিহাসের অন্ধকার অধ্যায়।

কর্মশালার দ্বিতীয় দিনে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের কবি ‘জীবনানন্দ দাশ একাডেমিক ভবনের’ স্মার্ট ক্লাসরুমে আয়োজিত কর্মশালার সমাপনী দিনে প্রকল্পের কারিগরি দিকসহ বিভিন্ন কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বক্তারা তাদের উপস্থাপনা পেশ করেন। প্রথম পর্বে ‘টেকনিক্যালিটিস অব আরকাইভিং’ বিষয়ে উপস্থাপনা করেন কৌশিক আনন্দ কীর্তনিয়া ও প্রতীম দাস। দ্বিতীয় পর্বে এই গবেষণা প্রকল্পে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভুমিকা ও কার্যক্রম বিষয়ে উপস্থাপনা করেন উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মানবিকবিদ্যা অনুষদের অধিকর্তা অধ্যাপক মননকুমার মণ্ডল এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক শ্রীদীপ মুখার্জী। এছাড়াও কর্মশালায় তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি নিয়েও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়। খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সমগ্র কর্মশালাটি পরিচালনা করেন ইংরেজি ডিসিপ্লিনের অধ্যাপক ও প্রকল্পের কোওর্ডিনেটর সাবিহা হক এবং অধ্যাপক আহমেদ আহসানুজ্জামান।

প্রকল্পের পরবর্তী কর্মশালা নির্ধারিত সূচী অনুযায়ী এপ্রিল-মে মাসে অনুষ্ঠিত হবে।

প্রকল্পের সমস্ত ঘোষণা ও সংবাদ পাওয়া যাবে সেন্টারের ওয়েবসাইটে।

শুভেচ্ছা সহ

মননকুমার মণ্ডল

কোওর্ডিনেটর, সি এল টি সি এস

স্কুল অব হিউম্যানিটিস

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়